RSC | RMG SUSTAINABILITY COUNCIL

কারখানার জন্য সেইফটি কমিটি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আরএমজি সাস্টেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি) কি?

আরএমজি সাস্টেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি) হচ্ছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা বজায় রাখতে ব্র্যান্ড-পোশাক নির্মাতা-ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সম্মিলিত উদ্যোগ। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ এবং তা এগিয়ে নিয়ে যেতে বাংলাদেশে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তায় একর্ড-এ স্বাক্ষরকারী কোম্পানি এবং ইউনিয়নসমূহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আরএসসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরএসসি বাংলাদেশ একর্ড অফিসের সকল কর্মকান্ড, কর্মী, অবকাঠামো এবং কার্যক্রমসমূহের দায়িত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে, এবং কারখানা পরিদর্শন, সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ, এবং কর্মক্ষেত্রের কার্যক্রমসমূহ চালিয়ে যাবে। ২০২০ সালের ১লা জুন থেকে একর্ড স্বাক্ষরকারীর বাংলাদেশের সরবরাহকারী কারখানাসমূহে পরিদর্শন, সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ, এবং কর্মক্ষেত্রের কার্যক্রম সম্পর্কিত দায়িত্বসমূহ আরএসসি'র মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। আরএসসি'র লক্ষ্য হচ্ছে টেকসই ব্যবসা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আরএমজি সাপ্লাই চেইনের কর্মক্ষেত্র বিষয়ক নিরাপত্তা সমুন্নত রেখে বিশ্বমানের টেকসই নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ প্রদান করা। এর অনন্য নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তৈরি পোশাক শিল্পকে নিরাপদ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আরএসসি সেইফটি কমিটি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

আরএসসি সেইফটি কমিটি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আরএসসি-তে অংশগ্রহণকারী কোম্পানিসমূহের জন্য উৎপাদন করে এমন প্রতিটি কারখানার শ্রমিক-মালিক যৌথ সেইফটি কমিটিকে প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করা হয়।

আরএসসি সেইফটি কমিটি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কয়েকটি অংশ নিয়ে গঠিত, এর প্রত্যেকটি অংশে কারখানা ম্যানেজমেন্ট এবং কারখানা পর্যায়ের সেইফটি কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

দ্রষ্টব্য: আরএসসি'র ট্রেইনারগণ ন্যাশনাল এক্সামিনেশন বোর্ড ইন অকুপ্যাশেনাল সেইফটি এন্ড হেলথ (NEBOSH) থেকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। NEBOSH একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সংগঠন, যা স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করে।

প্রাথমিক সভা

- **উদ্দেশ্য:** সেইফটি কমিটি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য জানানো এবং কার্যক্রমের জন্য যেসব বাস্তবিক পদক্ষেপগুলো প্রয়োজন সেগুলো অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করা।
- **অংশগ্রহণকারীগণ:** আরএসসি, কারখানা ম্যানেজমেন্ট, ব্র্যান্ডের প্রতিনিধি, কারখানার পার্টিসিপেশন কমিটি, কারখানার সেইফটি কমিটি (থেকে থাকলে) এবং ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিনিধি (কারখানায় ইউনিয়ন সলিডারিটি সদস্য থেকে থাকলে)। যে সকল কারখানায় রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে, সে সকল কারখানার ইউনিয়ন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবে।
- **সময়:** ২ ঘন্টা।

অল এমপ্লয়ি মিটিং এবং তথ্যপ্রদান সেশনসমূহ

১

- **উদ্দেশ্য:** কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনায় কীভাবে নিরাপদে বের হয়ে আসতে হবে সেই বিষয়ে জানানো। এছাড়াও এই সভার মাধ্যমে সেইফটি কমিটির ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি ও এর সদস্যদের শ্রমিকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।
- **অংশগ্রহণকারীগণ:** কারখানার সকল শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট সদস্য।
- **সময়:** প্রতিটি সেশনের জন্য ৬০ মিনিট।

২

- **উদ্দেশ্য:** অংশগ্রহণকারীদের সাধারণ নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে অভিহিত করা এবং শ্রমিকদের আরএসসি কর্তৃক পরিচালিত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অভিযোগ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ধারণা দেয়া।
- **অংশগ্রহণকারীগণ:** কারখানার সকল শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট সদস্য।
- **সময়:** প্রতিটি সেশনের জন্য ৪৫ মিনিট।

৩

- **উদ্দেশ্য:** সাধারণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ এবং একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র শ্রমিকদের অধিকার, এসব বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের অভিহিত করা।
- **অংশগ্রহণকারীগণ:** কারখানার সকল শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট সদস্য।
- **সময়:** প্রতিটি সেশনের জন্য ৪৫ মিনিট।

নোট: অল এমপ্লয়ি মিটিং এবং তথ্যপ্রদান সেশনসমূহের ক্ষেত্রে লজিস্টিক অপারেশনস এর বিষয়গুলো বেশ কঠিন যার জন্য কারখানা ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বিস্তারিত পূর্ব পরিকল্পনা এবং আরএসসি'র সাথে ব্যাপক সহযোগিতা প্রয়োজন।

সেইফটি কমিটি প্রশিক্ষণ সেশনসমূহ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের **বিষয়বস্তুসমূহ মূলত ৮ টি পৃথক প্রশিক্ষণ** পর্বের সমন্বয়ে সেইফটি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে গঠিত, যার প্রত্যেকটির জন্য সর্বোচ্চ ৩ ঘন্টা সময় প্রয়োজন।
প্রশিক্ষণ সেশনগুলোর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সেইফটি কমিটির সদস্যদের কমিটির কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানানো নয়, বরং নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি নিবিড় সহযোগিতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা।

স্বতন্ত্র ৮টি প্রশিক্ষণ সেশনে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অর্ন্তভুক্ত:

- সেইফটি কমিটির মৌলিক ধারণা
- নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্কার কার্যক্রমে সেইফটি কমিটির ভূমিকা
- সেইফটি কমিটি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক অভিযোগসমূহ
- কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ
- যোগাযোগের দক্ষতা ও যৌথভাবে সমস্যার সমাধান
- নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি- পর্ব এক
- নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি- পর্ব দুই
- স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ এবং নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের অধিকার

আরএসসি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পর সেইফটি কমিটির সভায় আরএসসি'র উপস্থিতি

- **উদ্দেশ্য:** সেইফটি কমিটির কার্যক্রম কেমন চলছে তা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরএসসি নির্ধারিত প্রশিক্ষক সেইফটি কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।
- **অংশগ্রহণকারীগণ:** সেইফটি কমিটির সদস্যগণ এবং পর্যবেক্ষক/ সহায়ক হিসেবে আরএসসি প্রশিক্ষক।
- **সময়:** ২ ঘন্টা।

কারখানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে আরএসসি কারখানা ম্যানেজমেন্ট এবং সেইফটি কমিটিকে সকল প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে,

এবং

সেইফটি কমিটি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে আরএসসি সকল আগ্রহী পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্ব কামনা করছে।

সেইফটি কমিটির একজন যোগ্য সদস্যের বৈশিষ্ট্য কি?

একটি কার্যকর সেইফটি কমিটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মস্থল নিশ্চিত করার সবচেয়ে ভাল উপায়। কমিটির যোগ্য সদস্যরাই একটি কমিটিকে কার্যকর করে তুলতে পারে। তাহলে, সেইফটি কমিটির একজন যোগ্য সদস্যের বৈশিষ্ট্য কি?

শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্ট উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের প্রয়োজন:

- কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আরও জ্ঞান অর্জন করার আগ্রহ
- নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলো খুঁজে বের করার জন্য তৎপরতা এবং সেগুলোর সমাধান বের করার অঙ্গীকার
- শ্রমিক-ম্যানেজমেন্টের গঠনমূলক সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাস
- সভা ও কার্যক্রমসমূহতে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের আগ্রহ
- কোন বিষয় মনোযোগ সহকারে শোনা এবং তার বিভিন্ন দিক চিন্তা করে দেখার ক্ষমতা

একজন শ্রমিক প্রতিনিধির প্রয়োজন:

- শ্রমিকরা সমস্যার সম্মুখীন হলে, সে বিষয়ে সহানুভূতিশীল মনোভাব
- নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে শ্রমিকদের সম্পৃক্ত হবার জন্য উৎসাহ প্রদানে উদ্যমী হতে হবে
- শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কথা বলার ইচ্ছাশক্তি
- সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে ম্যানেজমেন্টের সাথে কাজ করার সামর্থ্য
- সহকর্মীদের উপর বিশ্বাস ও আস্থা

একজন ম্যানেজমেন্ট প্রতিনিধির প্রয়োজন:

- প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিমালা নির্ধারণে অন্যান্য ম্যানেজারদের প্রতি বিশ্বাসের মনোভাব
- শ্রমিকদের সমস্যা শোনা এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার ইচ্ছাশক্তি
- সমস্যা সমাধানে শ্রমিক- ম্যানেজমেন্টের যৌথ পদক্ষেপের প্রতি বিশ্বাস
- এই যৌথ কার্যক্রমে অন্যান্য ম্যানেজারদের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকার ইচ্ছাশক্তি
- নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষমতা

সেইফটি কমিটির গঠন

নোট: নিম্নোক্ত নির্দেশিকা আরএসসিভুক্ত কারখানাসমূহে গঠিত সেইফটি কমিটির জন্য আরএসসি'র নির্দেশিকা, যা সেইফটি কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত বিএলএ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে গঠিত।

একটি কার্যকর সেইফটি কমিটি গঠনের জন্য, আরএসসি প্রতিটি কারখানাকে জোরালোভাবে আহ্বান জানাচ্ছে যেন, তাদের গঠিত সেইফটি কমিটিতে কারখানার মোট জনশক্তির নারী- পুরুষের শতকরা হার, কর্ম এলাকা, কাজের ধরণ, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এবং কর্মসংস্থান এর বিষয়গুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

এসব সাধারণ সুপারিশ ছাড়াও, আরএসসি এবং বাংলাদেশ সরকারের আরো প্রয়োজন:

- সমসংখ্যক ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিক প্রতিনিধি
- নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী কমিটিতে মোট ৬ থেকে ১২ জন সদস্য থাকবে:

  ৫০- ৫০০ জন শ্রমিক হলে মোট ৬ জন সদস্য

  ৫০১- ১০০০ জন শ্রমিক হলে মোট ৮ জন সদস্য

  ১০০১- ৩০০০ জন শ্রমিক হলে মোট ১০ জন সদস্য

  ৩০০১ ও তার বেশি শ্রমিক হলে মোট ১২ জন সদস্য

- শ্রমিক প্রতিনিধিগণকে কারখানার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ও স্থান থেকে হতে হবে, ম্যানেজমেন্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে কারখানার নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজারগণসহ বিভিন্ন কার্যক্ষেত্র থেকে ম্যানেজারগণ অর্ন্তভুক্ত হতে হবে।
- সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা কারখানার মোট জনশক্তির নারী- পুরুষের শতকরা হার অনুসারে প্রতিফলিত হওয়া উচিৎ। যেসব কারখানার নারী শ্রমিক মোট জনশক্তির এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি সেখানে শ্রমিক প্রতিনিধিদের অন্তত এক তৃতীয়াংশ নারী হতে হবে।

আরএমজি সাস্টেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি) কিভাবে কাজ করে

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ এবং তা এগিয়ে নিয়ে যেতে বাংলাদেশে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তায় একর্ড-এ স্বাক্ষরকারী কোম্পানি এবং ইউনিয়নসমূহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আরএসসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরএসসি বাংলাদেশ একর্ড অফিসের সকল কর্মকান্ড, কর্মী, অবকাঠামো এবং কার্যক্রমসমূহের দায়িত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে, এবং কারখানা পরিদর্শন, সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ, এবং কর্মক্ষেত্রের কার্যক্রমসমূহ চালিয়ে যাচ্ছে।

২০২০ সালের ১ লা জুন থেকে একর্ড স্বাক্ষরকারীর বাংলাদেশের সরবরাহকারী কারখানাসমূহে পরিদর্শন, সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ, এবং কর্মক্ষেত্রের কার্যক্রম সম্পর্কিত দায়িত্বসমূহ আরএসসি'র মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

কিভাবে?

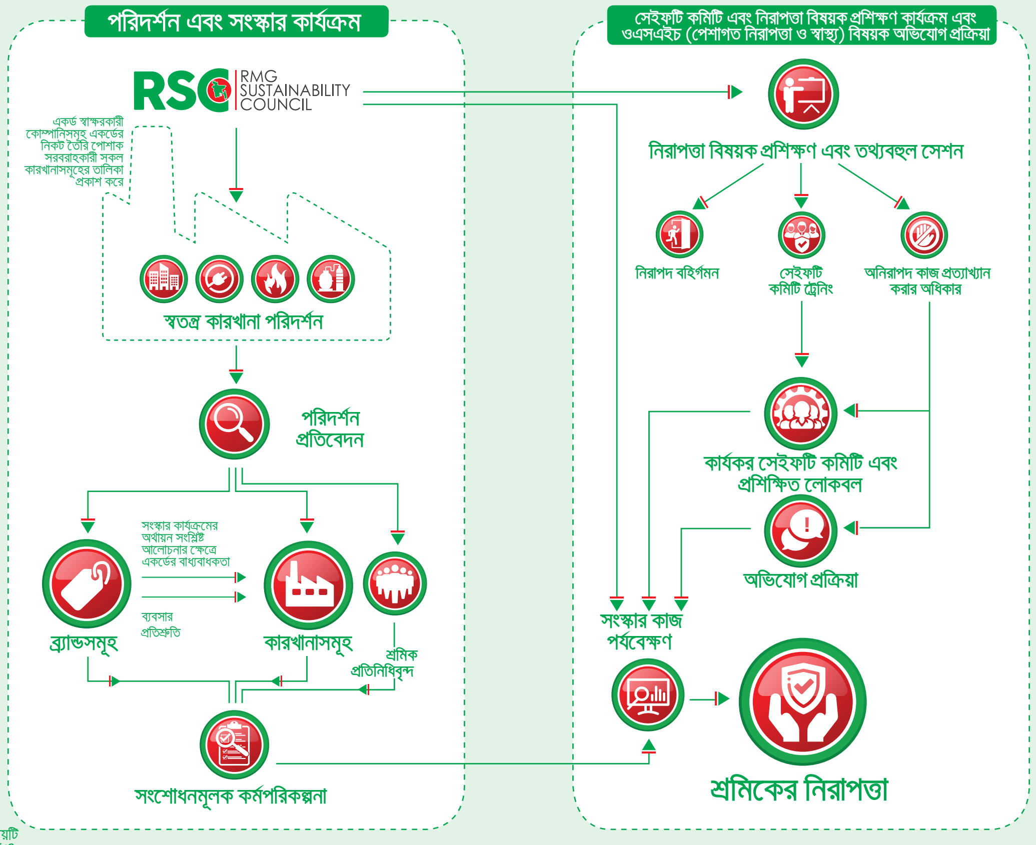

* বয়লার নিরাপত্তার বিষয়টি আরএসসি'র পরিদর্শন ও সংস্কার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কারা

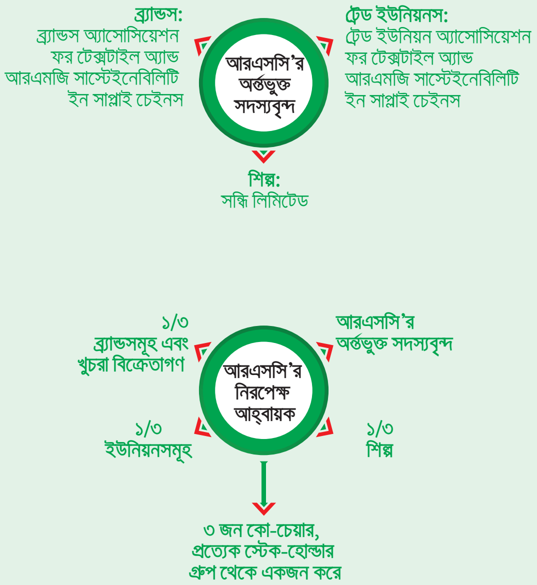

কেন

কর্মক্ষেত্রে বিশ্বমানের টেকসই নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ প্রদানের লক্ষ্যে